**জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১১ - এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ**

ঢাকা, মঙ্গলবার, ১১ শ্রাবণ ১৪১৮, ২৬ জুলাই ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উপস্থিত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ,

উপদেষ্টাবৃন্দ,

মন্ত্রিপরিষদ সচিব,

সচিববৃন্দ,

বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ,

            আসসালামু আলাইকুম।

জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১১ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের সকলকে।

এ সম্মেলনের মাধ্যমে সরকারের সাথে মাঠ পর্যায়ে যাঁরা কর্মরত রয়েছেন তাঁদের একটা সরাসরি মত বিনিময়ের সুযোগ হয়। আপনাদের সুবিধা অসুবিধাগুলো জানারও আমাদের সুযোগ হয়। আমরা চাই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হোক, মানুষের যে চাহিদা সে চাহিদা পূরণ হোক। আর সেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমি মনে করি এ ধরণের মত বিনিময় ও সম্মেলন একান্তভাবে জরুরি।

আমরা সরকারে এসেছি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু আপনারা চাকরিতে থাকেন দীর্ঘ সময়ে। সরকার আসে সরকার যায়। বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক নীতিমালা থাকে, চিন্তা-ভাবনা থাকে, কার্যক্রমটাও ভিন্ন ভিন্ন থাকে। এখানে আমি আপনাদেরকে আমাদের যেটা লক্ষ্য সেটা স্পষ্টভাবে জানাতে চাই।

যেহেতু আমরা জনগণের কাছে ওয়াদাবদ্ধ এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করি, কাজেই আমাদের লক্ষ্যটাই হচ্ছে জনগণের সেবা করা এবং সার্বিক উন্নয়ন করা। আর এ উন্নয়নটা করতে গেলে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতাটা একান্তভাবে দরকার এবং আপনাদেরই সব থেকে বেশি অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

জেলা প্রশাসকবৃন্দ সরকারের পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সরকারের নির্দেশিত পথে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাছাড়া জনগণের সাথে আমাদের অর্থাৎ সরকারের সেতুবন্ধন আপনারাই রচনা করেন। এ কারণেই আপনাদের ভূমিকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

এখনকার প্রশাসন সেই অতীতের মত আর নেই বা ঔপনিবেশিক আমলেরও নেই, এখন প্রশাসন হচ্ছে জনমুখী। যে কারণে জনগণকে সব সময় গুরুত্ব দিতে হবে আর আমাদের যে পবিত্র সংবিধান সেই সংবিধানে যে নির্দেশ রয়ে গেছে সেটাও আপনাদের মেনে চলতে হবে।

আমাদের পবিত্র সংবিধানের ২১(২) ধারায় উল্লেখ আছে সকল সময় জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য। কাজেই এটা একটা সাংবিধানিক দায়িত্বও আপনাদের উপর বর্তায়। আজকের যে  প্রশাসন সে প্রশাসন জনকল্যাণে নিবেদিত একটি সার্ভিস। ঔপনিবেশিক শক্তি ক্ষমতায় নেই। এটা জনগণের নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায়। জনগণের কল্যাণটাই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য।

জনগণের কল্যাণ করা, জনগণের সেবা দেওয়া এটা আপনাদের মূল দায়িত্ব এবং আপনারা জানেন,আমরা আমাদের এই মন্ত্রণালয়ের নামটাও পরিবর্তন করেছি। ঠিক সংবিধানে আমাদের যে নির্দেশ দেওয়া রয়েছে সেই নির্দেশিত পথেই আমরা চলতে চাই। সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা আমাদের এই মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে রেখেছি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অর্থাৎ তা জনগণের সেবা করা।

কাজেই জনগণের কথা আমরা এখানে গুরুত্ব দিয়েছি এজন্য এটার নাম জনপ্রশাসন। আমরা এখানে কেউ শাসক হিসেবে আসিনি যেটা আমি বার বার বলেছি। আমরা জনগণের সেবক হিসেবে এসেছি। আর আপনারাও কিন্তু জনগণেরই সেবক সেটাও আপনাদের মনে রাখতে হবে। কারণ জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় আপনাদের বেতন-ভাতা সবকিছু হয়। কাজেই জনগণের সেবা করাটা আপনাদের কর্তব্য।

প্রশাসকদের করণীয় সম্পর্কে ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক ভিক্টোর কাজিন বলেছেন, (Quote) You can only govern men by serving them. The rule is without exception. (Unquote)

জনগণের সেবা করাই প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীর মূল লক্ষ্য থাকতে হবে। জনগণের উন্নয়ন নিশ্চিত করা তাদের অভাব-অভিযোগ দূর করা অপনাদের প্রধান দায়িত্ব এবং জনগণের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উন্নত হওয়ার স্বপ্নও জাগিয়ে তুলতে হবে। কারণ মানুষের ভেতরে একটা আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। আকাঙ্ক্ষা ছাড়া, একটা স্বপ্ন ছাড়া বা একটা দিক-নিদের্শনা ছাড়া কোন জাতি এগিয়ে যেতে পারে না।

আর কীভাবে জনগণ তাদের সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে সেটা সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আপনারাই পারেন তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে এবং উন্নত জীবনযাপন কীভাবে তারা করতে পারে তাদের সেই অভীষ্ট লাক্ষ্যে পৌঁছে দিতে আপনারাই পারবেন। এক্ষেত্রে আপনাদের মনে রাখতে হবে আপনাদের দায়িত্বটা অনেক বড়।

আজকের প্রথিবী তথ্যপ্রযুক্তির প্রথিবী। নতুন প্রযুক্তি এসে গেছে। আগে যেমন যেকোন একটা খবর পেতে গেলে অনেক অসুবিধা ছিল এখন আর তা নেই। কাজেই এখন সরাসরি যোগাযোগ রাখারও অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণেই কাজও অনেক সহজ হয়ে গেছে। আর যোগাযোগ ব্যবস্থাটাও এখন অনেক উন্নত ভবিষ্যতে আরও  উন্নত হবে। সেজন্য আমি মনে করি যে সেবা দেওয়ার সুযোগটাও অনেক বেশি সৃষ্টি হয়েছে এবং এখানে কালক্ষেপণের কোন সুযোগ নেই। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আপনাদেরকে বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য এবং খেয়াল রাখতে হবে।

যেমন এখন আমরা এমন একটা সময় এই সম্মেলনটা করছি যখন আমরা কিছুদিন আগে আমাদের বাজেট পাস করেছি। আর তাছাড়া এই সময়টা হচ্ছে বর্ষাকাল, সামনে বন্যা আসারও একটা সম্ভাবনা প্রতিবছরই আমাদের থাকে। আমাদের দেশটাই হচ্ছে দুর্যোগপ্রবণ দেশ। কাজেই সামনে দুর্যোগ আসলে সে দুর্যোগটা কীভাবে মোকাবেলা করা যায় সেটাও আমাদের সব সময় আগে থেকেই পরিকল্পনা নিয়ে রাখতে হবে।

এ সময় যেসব এলাকায় বিশেষ করে দক্ষিণ অঞ্চলে বন্যা হতে পারে। পূর্ব থেকেই আমাদের কিছু প্রস্ত্ততি নিয়ে রাখতে হবে যেন কোনমতেই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

আমাদের সামনে রমজান মাস। আর মাত্র কয়েক দিন পরেই রোজা। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, আমাদের সরকার কিন্তু সব সময়ই এই রমজান মাসে দ্রব্যমূল্য যাতে বৃদ্ধি না পায়, মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় থাকে এবং জনগণের কাছে যেন সঠিকভাবে পৌঁছতে পারে সে ব্যাপারে আমরা সব সময় সচেতন।

তবে এখানে কিছু কিছু চক্র মাঝে মাঝে কিছু কারসাজি করার চেষ্টা করে এটা খুবই স্বাভাবিক। পৃথিবীর অন্যান্য কোন দেশে উৎসব আসলে জিনিসের দাম কমে আর আমাদের দেশে ঠিক উল্টো হয়ে যায়। তখন মনে হয় ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার প্রবণতাটা আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে যায়। জনগণের পকেটটা খালি করে নিজেদের পকেটটা ভারি করার একটা মানসিকতা বা প্রবণতা আমরা দেখি।

এ ক্ষেত্রেও আমার মনে হয় আপনাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে। আবার এটা এরকম একটা বিষয় যেটা সংবেদনশীল। আপনি যদি বেশি প্রেসার দিতে যান তাহলে তারা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। কোন জিনিস বাজারেই আর ছাড়বে না। আবার আপনি একেবারেই যদি নজরদারি না করেন তাহলে তাদের ইচ্ছামত ব্যবসা করবে। এই দিকটা মাথায় রেখেই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম যাতে না বাড়ে, কেউ যেন হোর্ডিং করে মানুষকে কষ্ট দিতে না পারে এ বিষয়টা আপনাদের ভালভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, তৎপর থাকতে হবে এবং ঠিক যেভাবে যখন যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সময়োচিত পদক্ষেপ নিয়েই এই দ্রব্যমূল্যটা নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। যেন জনগণের ক্রয় ক্ষমতার আওতায় থাকে।

আমরা দেশটাকে গড়তে চাই উন্নত, আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন, বিজ্ঞান-প্রযুক্তিসম্পন্ন একটি দেশ হিসেবে। কিন্তু সেটা গড়তে হলে সব থেকে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে শিক্ষা। আমাদের সারা বাংলাদেশে যেমন স্কুল, কলেজ সব ছড়িয়ে আছে কিন্তু আমাদের একটা সমস্যা হল আমরা মনে করি যে আমাদের সব কিছুই কেন্দ্রীভূত।

ইতোমধ্যে আমরা কিছু কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। আমাদের ভবিষ্যতে আরও একটা লক্ষ্য আছে আমরা স্থানীয় সরকারগুলো আরও শক্তিশালী করে ক্ষমতাটাকে আরও বিকেন্দ্রীকরণ করে দিতে চাই। যেমন একেবারেই স্কুল পর্যায়ে প্রাইমারি শিক্ষা, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বা স্নাতক পর্যন্ত সেটা জেলা পর্যায় পর্যন্ত যদি সবাই নজরদারিটা ঠিকমত করে, তাহলে আমি মনে করি আমাদের শিক্ষার হার বাড়ানো, সেখানে ভর্তির হার বৃদ্ধি করা, ঝরে পড়া  হ্রাস করা ইত্যাদি ব্যাপারে যথেষ্ট অগ্রগতি আমরা লাভ করতে পারি। ইতোমধ্যে গত আড়াই বছরে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছি। তবে আমাদের অন্য কিছু সমস্যা আছে।

আমাদের সমাজ দরিদ্র। অনেক মানুষ না খেয়ে থেকে কষ্ট পায়। কাজেই তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করাবে কী? নিজেদের খেতেই তো কষ্ট, থাকতে কষ্ট, ঘরবাড়ি নেই এসব ক্ষেত্রে আমি চাই আপনাদের সহযোগিতা। যেমন প্রতিটা স্কুলে আমাদের একটা ইচ্ছা আছে স্কুল ফিডিং কর্মসূচিটা চালু করার। কিন্তু আমরা যদি সরকারের পক্ষ থেকে সবটুকু দায়িত্ব নিয়ে করতে চাই সেটা কিন্তু সঠিকভাবে হবে না এবং যেটা আমরা করতেও পারব না। এটা একটা দুর্নীতির আখড়া হয়ে যাবে।

তাছাড়া, প্রত্যেকটা মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়ানো শিখতে হবে এবং সব কাজগুলো করতে হলে নিজেদের কিছু করতে হবে এই চিন্তাও রাখতে হবে। এখানে আপনারা জেলা প্রশাসকরা কিন্তু একটা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন। সেটা হল প্রতিটি স্কুল কমিটিকে উৎসাহিত করা। স্কুল কমিটিগুলো নিজেরাই একটা দায়িত্ব নেবে সেখানে অভিভাবক, স্কুল কমিটি এবং আমাদের সরকারি পর্যায়ে আপনারা জেলা প্রশাসক আছেন বা উপজেলা পর্যায়ে যারা প্রশাসনে আছে সবাই মিলে মিলিতভাবে এই স্কুল ফিডিং কর্মসূচিটাকে আপনারা উৎসাহিত করতে পারেন।

এখানে অভিভাবকরা কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারবে, স্কুল কমিটি থেকে কিছু যাবে, সরকারের পক্ষ থেকে আমরা খুব নামমাত্র দিতে চাই - খুব বেশি না এবং প্রত্যেক এলাকায় নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আছে তাদেরকেও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। তাদের পক্ষ থেকে তারাও কিছু সহযোগিতা করবে।

এরকম সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিটা স্কুলে আমরা একটা ফিডিং-এর ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা চাই যে, প্রত্যেকটা স্কুল কমিটি এটার দায়িত্ব থাকবে। কাজেই শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসন সকলে মিলে একটা উদ্যোগ নেওয়া। প্রত্যেক স্কুলেরই কিন্তু আমরা এ কর্মসূচিটা বাস্তবায়ন করতে পারি।

তাতে কারও একার উপর চাপও যেমন পড়বে না, আর কাজটাও সুষ্ঠুভাবে হবে এবং কমিটির লোকজনকেও এখানে সম্পৃক্ত করা যাবে। প্রত্যেক এলাকায় কিছু অর্থশালী, সম্পদশালী ব্যক্তি আছেন যারা কিছু দিতে চায়। এ ধরণের একটা পদক্ষেপ নেওয়া যায কি না আপনাদের ভেবে দেখতে বলি? এটা আমার অনুরোধ যে আপনারা এই ধরণের একটা উদ্যোগ নিন।

একেবারে হতদরিদ্র এলাকা, বন্যা বা দুর্যোগপ্রবণ এলাকা, যেখানে মানুষ খুবই দরিদ্র সেখানে দায়িত্ব হয়তো সরকার বেশি নেবে। কিন্তু অন্যান্য এলাকাগুলো যেখানে স্মার্ট লোকজন আছে, যেখানে অর্থশালী, সম্পদশালী লোকও আছে, সেসব জায়গায় তারা যেন স্বউদ্যোগে, স্বপ্রণোদিত হয়ে এই কর্মসূচিটা বাস্তবায়ন করে।

আমি একটা ধারণা দিলাম। আমি আশা করি, আপনারা জেলা প্রশাসকরা এ ব্যাপারে একটু উদ্যোগ নিতে পারেন। আমার মনে হয় আপনারা উদ্যোগ নিলে একটা ভালো ফলাফল আমরা পেতে পারি।

তাহলে আমাদের কিন্তু ঝরে পড়া কমে যাবে এবং আমাদের যে লক্ষ্য - আমরা একটা শিক্ষিত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে চাই - সেটা আমরা করতে পারব।

ইতোমধ্যে আপনারা জানেন যে, আমরা একটি ট্রাস্ট ফান্ড করেছি। সেই ফান্ডে আমরা আরও অর্থ প্রদান করব যাতে করে এই ফান্ডের মাধ্যমে দরিদ্র পিতা-মাতা তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারে।

ইতোমধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়কে আমরা বিনামূল্যে করে দিচ্ছি। আমাদের যদি সেরকম অর্থসম্পদ থাকত, তাহলে আমরা পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই করে দিতাম। কিন্তু যেহেতু সেরকম সুযোগ নেই। আর তাছাড়া সরকার একটা পদক্ষেপ নিলেই আমরা দেখি সেটা যে সবসময় অব্যাহত থাকে না। অনেক অর্থ ব্যয় করার পরেও রাজনৈতিক কারণে অনেক গণমুখী কর্মসূচিও বাতিল করে দেয়। তাতে সরকারের বা দেশের যে ক্ষতি হল সেদিকে দেখে না।

এখানে একটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক আচরণই প্রকাশ পায়। যেমন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেন্টার আমরা চালু করেছিলাম। অনেক টাকা খরচ করার পরেও পরবর্তী সরকার সেটা বন্ধ করে দেয়। কাজেই আমরা চাই না ভবিষ্যতে আবার কেউ যেন ওরকম কোন সুযোগ নেয়।

সেজন্যে এবারে আমরা যে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছি - সেগুলো একটু ভিন্ন প্রক্রিয়ায় নিচ্ছি। একটু স্বপ্রণোদিত পদক্ষেপ যাতে সকলের ইনভল্ভমেন্টটা থাকে, সকলে এর সঙ্গে যুক্ত থাকে।

শিক্ষা সহায়তা ফান্ড-এর মাধ্যমে আমরা সকলকেই সহযোগিতা করতে চাই। আর সেই সাথে স্বাস্থ্য সেবার জন্য আমাদের যে পদক্ষেপ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার সেন্টার, উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ বিভিন্ন, প্রতিষ্ঠানগুলো ভালোভাবে চলে কিনা এখানে আপনাদেরও একটু খবর নিতে হবে।

যদিও সব মন্ত্রণালয়গুলো আছে, তাদের দায়িত্ব আছে, তাদের প্রতিনিধি আছে তারপরেও আমি মনে করি যে যারা আপনারা প্রশাসনে আছেন আপনাদের উপরই মূলতঃ সার্বিক বিষয়গুলো দেখার দায়িত্ব বর্তায়।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই সেটা হল আমরা গতবার ক্ষমতায় থাকতে নিবন্ধনের দায়িত্ব অর্থাৎ একটা শিশু জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে রেজিস্ট্রেশন করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম এবং এ কাজটা আমরা করে যাচ্ছি।

কিন্তু মৃত্যুর হার নিবন্ধন করা হয় না ঠিক মত। এটা আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা আছে। দেখা গেল বন্যায় বার জন মারা গেছে। সরকারি হিসেবে আছে দুই জন। দুই জন কেন?

সেই দুই জনের হিসেব আছে যে হতদরিদ্র ২ জন টিএনও-এর কাছে বা প্রশাসনের কাছে গেছে দাফনের জন্য সাহায্য চাইতে। কাজেই সেই দুই জন মারা গেছে সেটা হিসেবে আছে কিন্তু তার বাইরে যারা মারা গেল তার কিন্তু হিসাব নাই।

জন্মের নিবন্ধন যেমন হবে, মৃত্যুরও নিবন্ধন হওয়া দারকার বলে আমি মনে করি। এ বিষয়েও বোধ হয় আপনাদের একটা উদ্যোগ নেওয়া দরকার এবং কেন্দ্র থেকেও কীভাবে করা যায় সে বিষয়ে আমরা কিছু বলব। অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর হার এটার সঠিক একটা হিসাব করতে হবে।

কারণ আমাদের জনসংখ্যা নিয়ে নানা কথা হয়। এই নিবন্ধনগুলো করা থাকলে আর কোন সমস্যা হবে না। তাছাড়া আমরা আইডি কার্ড দেই। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি যে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি সেখানেও একটা ব্যবস্থা নিতে হবে।

এটা যেমন স্ব স্ব মন্ত্রণালয়েরও দায়িত্ব আছে, সচিবরা এখানে আছেন, আপনারা উদ্যোগ নেবেন পাশাপাশি জেলা প্রশাসক তাদেরকেও দায়িত্ব দিতে হবে। আমরা ভিজিএফ দিচ্ছি, ভিজিডি দিচ্ছি, আমরা বয়স্ক ভাতা দিচ্ছি, বিধবা ভাতা দিচ্ছি, দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা তাদের জন্য আমরা ভাতা দিচ্ছি। আমরা আরও অনেক ভাতা যেমন স্কুলে ভর্তি করলে দরিদ্র মা সে একটা ভাতা পাচ্ছে, মাতৃত্বকালীন একটা ভাতা পাচ্ছে, যে মা বাচ্চাকে স্তন্য দান করেন তাকে একটা ভাতা দিচ্ছি এরকম বহু সামাজিক কর্মসূচি প্রায় বিরাশিটা কর্মসূচি এখানে আছে।

কিন্তু যে জিনিসটা আমাদের হিসাবে নেই সেটা হ'ল এটা একই ব্যক্তি বা একই পরিবার দেখা গেল সব ধরণের ভাতা পাচ্ছে। আবার কেউ দেখা গেল কিছুই পাচ্ছে না।

এই যে ওভারল্যাপিংটা হচ্ছে এটা বন্ধ করতে হবে। আমরা যদি এটা বন্ধ করতে পারি এবং যার যেটা প্রাপ্য সে সেটা পাবে এভাবে যদি আমরা ভাগ করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা আরও অনেক বেশি মানুষকে সাহায্য দিতে পারব।

কাজেই তালিকাগুলি যখন হয়, সেটা সঠিকভাবে তালিকাটা হ'ল কিনা এবং সঠিক লোক পাচ্ছে কি না এটা দেখতে হবে। যে ক্ষেত্রে আমাদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয় আছে যাদের মাধ্যমে এগুলো দেওয়া হয় আমি মনে করি এখন যেহেতু ডিজিটাল পদ্ধতি এসে গেছে আর আমরা তো এখন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে অনেক সাহায্য দিচ্ছি। যেমন কৃষকদের আমরা যে সহায়তা দিচ্ছি, ভর্তুকি দিচ্ছি। দশ টাকায় কৃষক একটা ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারে এবং তাকে আমরা সরাসরি দিয়ে দিচ্ছি। যেমন শিক্ষকদের বেতন আগে স্কুলে চলে যেত বা কলেজে চলে যেত। আমরা গত টার্মে স্কুল বা কলেজ শিক্ষকদের বেতনটা সরাসরি আমরা ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে তার একাউন্টে পাঠাতে শুরু করি। তাতে কিন্তু একটা লাভ আমাদের হয়, যেমন, মনে আছে গতবার এটা করার ফলে আমরা দেখলাম ষাট হাজার অতিরিক্ত শিক্ষক ছিল যাদের কোন অস্তিত্বই নেই।

ষাট হাজার অতিরিক্ত শিক্ষক অর্থাৎ অতিরিক্ত খরচ সরকারের ছিল। সরাসরি ব্যাংকিং পদ্ধতি চালুতে সেটা বাদ চলে যায়। ঠিক এখানেও আমাদের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে এবং এ ব্যাপারেও কার্যকর ভূমিকা আপনাদের নিতে হবে। সেটা হল যারা যেমন, বয়স্ক ভাতা পাচ্ছে, বিধবা ভাতা পাচ্ছে বা বিভিন্ন ভাতা পাচ্ছে তাদেরকে আমরা হয় ব্যাংকিং অথবা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে দিতে চাই। কারণ পোষ্ট অফিসে কার্ড করে তার মাধ্যমে তারা টাকা তুলে নিতে পারবে; টাকাটা সরাসরি পোষ্ট অফিসে চলে যাবে। আমাদের প্রায় আট হাজার পাঁচ শ' একটা পোস্ট অফিস সারা বাংলাদেশে আছে এবং পোস্ট অফিস সবাই চেনে। একটা পোষ্টকার্ড কিনতে হোক বা চিঠি পাঠাতে হোক, পোস্ট অফিসের সাথে আমাদের দেশের মানুষের একটা সম্পর্ক আছে। কাজেই  পোস্ট অফিসের মাধ্যমে আমরা টাকা দিতে পারি কিছু ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে  দিতে পারি, সরাসরি যেভাবে তার হাতে টাকাটা পৌঁছাবে তাহলে এখানে অন্য কেউ কিছু করতেও পারবে না আর যারা উপকারভোগী তারাও লাভবান হবে।

কাজেই এই বিষয়টা আপনাদের দেখার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। আর একটা বিষয হচ্ছে যে প্রত্যেকটা স্কুলে কী অবস্থাটা আছে? অনেক স্কুল জরাজীর্ণ, অনেক স্কুল ভাঙ্গাচুরা, অনেক স্কুলের খুব খারাপ অবস্থা, অনেক জায়গায় রাস্তা-ঘাট নাই সেগুলি একটা সমস্যা। আর তাছাড়া সামনে বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় আসবে। কিন্তু অনেক ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রে আমরা গতবার দেখেছি রাস্তা ছিল না। আমরা কিছু রাস্তা তৈরি করেছিলাম। কাজেই সেগুলিও আবার করা দরকার। রাস্তা-ঘাট আমরা গতবার যা করে গিয়েছিলাম পরবর্তীতে বোধ হয় কোনদিন আর তা মেরামত করা হয়নি। এ বিষয়গুলিতে জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব অনেক বেশি।

এগুলো Over-see করা আপনাদেরই মূল দায়িত্ব এবং সংশ্লিষ্ট যারা কর্মকর্তা তারা ঠিকমত কাজ করলেন কি করলেন না সেটাও কিন্তু আপনাদের দেখা দরকার। প্রয়োজনে আপনারা আমাদের রিপোর্টও দিতে পারেন যেগুলি ঠিকমত হচ্ছে না। অর্থাৎ মেরামতের টাকা থাকলেও সে কাজগুলি সঠিকভাবে হয়নি। হলে পরে আজকে এত দুরাবস্থা হত না। কারণ এটা তো একটা continuous process, প্রত্যেক বন্যার পরেই কিন্তু রাস্তা-ঘাট কিছু ক্ষতি হবে, বৃষ্টির পরে বর্ষকালের পরে ক্ষতি হবে। সাথে সাথে অল্পতে মেরামত করলে পরে আর বিরাট বোঝা হয়ে দেখা দেয় না।

কিন্তু আদতে সেটা হয় না। এই জিনিসগুলি আপনাদের কিন্তু দেখা দরকার। সেই সাথে সাথে আমাদের পরিবেশ রক্ষা, আমাদের প্রায় পঁচিশ ভাগ বনায়ন থাকা উচিত অথচ সেখানে দশ-বার ভাগ আছে। এবারে আমরা ব্যাপকভাবে কর্মসূচি নিয়েছি। আমাদের দুর্ভাগ্য হলো যে গতবার ক্ষমতায় থাকতে যত গাছ লাগিয়ে গিয়েছিলাম সেগুলি পরবর্তী সরকার এসে কেটে খেয়ে ফেলে - এটা হ'ল সমস্যা।

তারপরে এখন যেমন, সামাজিক বনায়নের টাকাটা যে সাধারণ মানুষ পেতে পারে এ ধারণাটাই অনেকের ছিল না, জানতই না। কিন্তু আমরা ৯৬-তে আসার পরেই প্রথম শুরু করলাম এবং মানুষ এখন ভালোভাবে সহযোগিতা পাচ্ছে। এই বনায়ন এবং বৃক্ষরোপণ এই ব্যাপরেও আপনাদের একটা উদ্যোগ নেওয়া, মানুষকে উৎসাহিত করে তোলা এবং ব্যাপকভাবে।

সেই সাথে সাথে কোন এলাকায় কোন ধরণের গাছ লাগালে আমরা বেশি লাভবান হতে পারি। ফলজ, বনজ এবং ভেষজ তিন ধরণের গাছ লাগানোর কথা আমরা বলেছিএবং সেই বিষয়টা আপনাদেরকে অবশ্যই একটু ভালোভাবে নজরদারী করতে হবে, দেখতে হবে। তাছাড়া যেহেতু আমরা ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়েব পোর্টাল করে দিয়েছি, আমরা জেলা পর্যায়ে ওয়েব পোর্টাল করে দিয়েছি তথ্যগুলি যাতে আপডেট থাকে।

কারণ একবার করা হয়ে গেলে তারপর অনেক সময় ব্রাউজ করে দেখা যায় যে সেগুলি আর আপডেট হচ্ছে না। এগুলো কিন্তু সময় সময় আপডেট করতে হবে। যেগুলো পার্মানেন্ট ফিচার সেগুলো তো থাকবেই কিন্তু প্রতিনিয়ত অন্য বিষয়গুলো আপনারা কে কতটুকু কী করলেন সেটা সঠিকভাবে, আমরা টাকা-পয়সা খরচ করে, আমরা ট্রেনিং দিয়ে করে দিলাম ঠিকই কিন্তু এর পর যদি সেগুলি সব সময় ঠিকমত তথ্য সরবরাহ করছে কি না - এটা যদি না থাকে তো মানুষ তথ্য পাবে কোথায় থেকে।

কাজেই সে বিষয়টাও আপনারা অবশ্যই দেখবেন। আর প্রত্যেকটা জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রেও আমাদের বাংলাদেশের একেকটা জেলায় একেক ধরণের জিনিস হয়তো ভাল উৎপাদন হয়, সেখানে সেটাকে কীভাবে ভালো বাজারজাত করা যেতে পারে এই বিষয়গুলিও আপনারা দেখতে পারেন। কোন এলাকায় কোন জিনিসটা ভালোভাবে উৎপাদন হতে পারে এবং সেটার উপর কোন শিল্প গড়ে তোলা যায় কি না, সেখানে সরকার বা বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করা, যেখানে যে জিনিসটা উৎপাদিত হবে সেই উৎপাদিত পণ্যকে বাজারজাত করা বা সেটাকে কিভাবে শিল্প স্থাপন করে সেখান থেকে আমাদের দেশের চাহিদা মেটানো বা রপ্তানি করা যায় এই বিষয়গুলোর দিকে আপনাদের একটু নজর দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

সেই সাথে সাথে আমরা যেটা আরও চাচ্ছি যে আমরা যে সমস্যাটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সমাজে একটা ব্যধির মত মাদকাসক্তি। এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন - সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদের বিরৃদ্ধে আমরা কঠোর অবস্থান নিয়েছি। মাদকের বিরুদ্ধেও আমাদের কঠোর অবস্থান এবং মাদকাসক্তি এক একটা পরিবারকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।  সে ক্ষেত্রেও আমি মনে করি যে একদিকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে পাশাপাশি আমাদের এই যে তরুণ বা একেবারে শিশুকাল থেকে নিয়ে শুরু করে তাদের মাঝে খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা অর্থাৎ তাদের মনটাকে অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া, অন্যদিকে নিয়ে আসা লেখাপড়া, বিভিন্ন ধরণের প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা হতে পারে।

খেলাধুলা প্রতিযোগিতা আগে তো ছিল। ইন্টার-স্কুল, ইন্টার-ডিস্ট্রিক্ট এই ধরণের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা এগুলি যত ব্যাপকভাবে করা যাবে, ছেলেমেয়েরা যখন এসব দিকে বেশি ঝুঁকবে তখন কিন্তু আর বিপথে যাবে না।

কাজেই সে বিষয়গুলিও আমি মনে করি আপনাদের ভালোভাবে দেখা উচিৎ। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা চাই বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ ঘরবাড়ি পাবে। সেজন্যেই আমাদের এই আশ্রয়ণ প্রকল্প। আপনি আপনার এলাকায় খুঁজে দেখেন কয়টা মানুষ ভূমিহীন আছে এবং আপনারা আপনাদের কোথাও খাস জমি যদি থাকে, খাস জমি তো থাকেই আমাদের কিছু, সেখানে অথবা দরকার হলে জমি কিনে হলেও এই গৃহহীনদের ঘরবাড়ি তৈরি করে দেওয়া এবং তাদের বসতির ব্যবস্থা আমরা করতে চাই।

এই বিষয়টাও আপনাদেরকে আরও ব্যাপকভাবে নজর দিতে হবে কারণ আমি চাই না যে একটা মানুষও গৃহহারা থাকুক। আর আমাদের আর একটি তহবিল আছে গৃহায়ন তহবিল যেখান থেকে আমরা বিভিন্ন এনজিও'র মাধ্যমে টাকা দেই। যাদের হয়তো ভিটামাটি আছে, ঘর করার টাকা নাই, তাদেরকে গৃহায়ন তহবিল থেকে সহজে টাকা দেওয়া যেতে পারে।

তবে গৃহায়ন তহবিলের কিছু নীতিমালা আমরা আর একটু পরিবর্তন করব যাতে শুধু এনজিও না অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমেও যেন আমরা সাহায্য করতে পারি তাহলে এদেশের কোন মানুষ আর গৃহহারা থাকবে না।

আমরা এটাই নিশ্চিত করতে চাই বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের থাকার একটা ঘর থাকবে। সেটা ছোট হোক বা যেভাবেই হোক কিন্তু একটা মাথা গোঁজার ছাউনি তাদের থাকতে হবে। সে বিষযটাও আপনাদের একটু বিশেষভাবে দেখা দরকার। কিছু কিছু এলাকা আছে প্রচুর চর জাগছে বা ডুবোচর আছে। কাজেই এ চরগুলি জাগানোর জন্য সেখানে একটু বৃক্ষরোপণ বা অন্যান্যভাবে কিছু কাজ করলে কিন্তু চরগুলি জেগে ওঠে এবং সেখানে আমাদের চাষের জমি তৈরি হয়। যেহেতু নগরায়ন হচ্ছে আর নগরায়নের ফলে জমি নষ্ট হচ্ছে অথচ যে চর জাগছে সেখানে কিন্তু আমরা প্রচুর কৃষি জমি উদ্ধার করতে পারি এবং আমরা চাষ উপযোগী করে তুলতে পারি।

আমরা প্রত্যেকটা বিভাগে একটা করে অর্থনৈতিক অঞ্চল করব। এই অর্থনৈতিক অঞ্চল যে আমরা করব সেখানে বিভাগীয় কমিশনাররা এখনই উদ্যোগ নেবেন যে আপনার কোন কোন এলাকায় অর্থাৎ যত্রতত্র ইন্ডাস্ট্রি না করে ইন্ডাস্ট্রির জন্য সুনির্দিষ্ট এলাকা নির্দিষ্ট করে সেখানে ইন্ডান্ট্রিয়াল প্লট করা এবং যারা ইন্ডাস্ট্রি করবে সেখানে করবে আর সাথে সাথে কোন পলিউশন যাতে না হয় সব রকম আয়োজেন সেখানে নেওয়া।

আমাদের একটা ধারণা আছে যে আমরা যখনই বলি কোন একটা ইন্ডাস্ট্রির জায়গা ডেভেলপ করতে হবে তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশাল একটা এলাকা জুড়ে, পুরো সেটাকে একেবারে স্কয়ার করতে হবে, পুরো জায়গা মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে তারপর করতে হবে, এই ধরণের চিন্তা কিন্তু থাকা ঠিক না।

ইন্ডাস্ট্রি বা ফসলের জমি পাশাপাশি থাকতে পারে। এটা লম্বাও হতে পারে, বাঁকাও হতে পারে বা ঘুরোনাও হতে পারে। কিন্তু সেখানে কিছু জলাভূমি থাকা দরকার। সেখানে যদি চাষবাস হয় বা ফলের বাগান থাকে সেগুলিও হতে পারে পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে।

এই ধরণের চিন্তা-ভাবনা কিন্তু আমাদের হওয়া উচিত। তাহলে আমাদের পরিবেশ ভাল থাকবে, পাশাপাশি মানুষের কাজেরও সুযোগ হবে। সেভাবেই আমাদের বোধ হয় প্রত্যেকটা ডিভিশনে একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য অর্থাৎ একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট গড়ে তোলার জন্য আমাদের জায়গা নির্দিষ্ট করতে হবে।

এখানে দেখতে হবে যে মানুষের মালিকানার জমি যত কম নেওয়া যায়। খাস জমি বা আমরা যে নদী ড্রেজিং করতে যাচ্ছি, নদী ড্রেজিং করে ভূমি উত্তোলন করে তার মাধ্যমে এ ধরণের ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট আমরা তৈরি করতে পারি বা বসতি স্থাপনের জন্য আমরা করতে পারি।

এ বিষয়গুলি আপনাদের মাথায় রাখার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের ভূমিহীনদের তালিকাটা খুবই দরকার। সেটা আপনারা অবশ্যই করবেন এটুকু আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের লক্ষ্যই হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন করা। কাজেই এই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য আমাদের যেসকল কর্মসূচি সেগুলো সঠিকভাবে পালিত হচ্ছে কিনা সেগুলো আপনাদের নজরদারি করতে হবে।

কারণ আমরা এই চলতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর চুরাশিটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছি তাতে বাইশ হাজার পাঁচ শ' ছাপ্পান্ন কোটি টাকা ব্যয় হবে। কিন্তু টাকাটা সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কি না, সত্যিকার সামাজিক নিরাপত্তার কাজে লাগছে কিনা, এর স্বচ্ছতা আছে কিনা সে বিষয়ে অবশ্যই আপনারা নজর দেবেন।

আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের সরকার কিন্তু পল্লীবাসীদের জন্যই সব থেকে বেশি কাজ করছে এবং অর্থ সরবরাহটাও আমরা গ্রামে দিচ্ছি বেশি করে। কারণ আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতি যদি শক্তিশালী না হয়, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা যদি না বাড়ে, গ্রামের মানুষের যদি অর্থনৈতিক উন্নতি না হয় তাহলে কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচন হবে না।

আবার ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করে কত আর আমরা রপ্তানি করব আমার নিজের দেশের অভ্যন্তরেই  তো বাজার সৃষ্টি করতে হবে। আর সেই বাজার আমরা সৃষ্টি করতে পারব যদি আমরা জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াতে পারি। আর ক্রয় ক্ষমতা তখনই বাড়বে যখন তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে। আর উন্নতি হবে তখনই যখন আমরা তাদেরকে সেইভাবে সহযোগিতা করতে পারি।

আমি আপনাদেরকে এটুকু অনুরোধ করব যে আমরা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করি, পাশ করি এবং আমরা কাজ করি। অনেক সময় দেখা যায় যে প্রকল্প ঠিকই দেওয়া কিন্তু সেগুলো আর সঠিকভাবে সময় মত বাস্তবায়ন হয় না। কাজেই প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা এবং জেলা পর্যায়ের মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্বটা কিন্তু আপনাদের।

কাজেই মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে আপনাদেরকে দায়িত্বটা পালন করতে হবে যে সঠিকভাবে এটা হচ্ছে কিনা। আর এখন তো যোগাযোগ ব্যবস্থা এতো সহজ কোথাও যদি কোন অসুবিধা হয় দ্রুত আপনারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন বা যেভাবে হোক সেটা ঠিকমত হচ্ছে কিনা বা কোন অসুবিধা আছে কি না সেগুলো আপনারা জানতে পারেন।

এবারে আমাদের নির্বাচনী ওয়াদা। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমরা কিন্তু একটা সুনির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে আমাদের কর্মসূচি দিয়েছি। আমরা ২০১৪ সালে বাংলাদেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে চাই। আমরা ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চাই, আমরা স্যানিটেশনের ব্যবস্থা ২০১৩ সালের মধ্যে করতে চাই। এর কিন্তু একটা সময় নির্দিষ্ট করে আমরা দিয়েছি। অর্থাৎ আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করতে চাই। আমরা ২০২১ সালে আমাদের সুবর্ণজয়ন্তী পালন করব কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমরা ২০২০ সালে মধ্যেই আমাদের কাজগুলো আমরা সমাপ্ত করতে চাই।

কাজেই আমরা যে ৪৬ হাজার কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি যদিও শুনতে খুব বড় শোনায়, কিন্তু আমরা যখন প্রকল্প পাশ করি বা টাকা-পয়সা যখন ভাগ করি তখন মনে হয় এ টাকা কিছুই না। আরও যদি আমরা টাকা দিতে পারতাম তাহলে হয়তো আরও কাজ করতে পরতাম। এই ক্ষেত্রে আপনাদের একটা কাজ আছে সেটা হলো এখন আমাদের উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বহু মানুষ আছে যারা ট্যাক্স দেবার ক্ষমতা রাখে কিন্তু তাদের মধ্যে এই সচেতনতাটা নাই। এই সচেতনতাটা নাই যে তাদেরকে ট্যাক্স পে করতে হবে আর সেটা তাদের কাজেই ব্যয় হবে এবং তারাই লাভবান হবে।

কাজেই মানুষের মাঝে এই সচেতনতাটাও সৃষ্টি করতে হবে। এখানেও কিন্তু আপনাদেরও দায়িত্ব আছে। আপনারা কমিউনিটির সাথে মিশেন, আপনারা বিভিন্ন কমিটি আমি জানি প্রচুর কমিটি আছে, অনেক কমিটি করতে হয়, মিটিং করতে হয় কিন্তু সাথে সাথে আপনারা যদি তাদের মাঝে এই সচেতনতাটা জাগ্রত করতে পারেন যে সবাইকে ট্যাক্সটা দিতে হবে। আপনি রাস্তা চান, কিন্তু ট্যাক্স পে না করলে আমরা রাস্তা তৈরি করবো কী দিয়ে। এই চিন্তাটা মানুষের ভিতরে দিলে পরে আরও অনেক বেশি মানুষ এগিয়ে আসবে ট্যাক্স দেবে।

তাদেরকে  উৎসাহিত করতে হবে সে বিষয়েও নিশ্চয়ই আপনারা একটু উদ্যোগ নেবেন। পাশাপাশি কোন কোন এলাকায় কী কী ধরণের উন্নয়ন করলে আমাদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে সেটাও আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন। আমারা কয়েকটি খাত, কয়েকটি মন্ত্রণালয় যেখানে সব থেকে বেশি মানুষের সেবামূলক সেখানেই আমরা গুরুত্ব দিয়েছি এবং সার্বিকভাবে সব কাজই আমরা হাতে নিয়েছি।

খাদ্যটা হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যে নিরাপত্তা সৃষ্টি করা, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। পাশাপাশি গবেষণার মাধ্যমে আরও নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করে কীভাবে আমরা অধিক ফসল উৎপন্ন করা যায় যাতে পরনির্ভরশীল হতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমি আশা করি যে আমরা যে সব পদক্ষেপ নিয়েছি আপনারা এ ব্যাপারে আরও উদ্যোগী হবেন।

আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে এবার যে স্থানীয় সরকার নির্বাচন - যেমন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হল, পৌরসভা নির্বাচন হল এবং ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন হল - আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমরা কিন্তু এ ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করিনি।

স্বাধীনভাবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করেছে এবং আপনারা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। আপনারা দেখেছেন এবার যে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে, মানুষ যে ভোট দিতে পেরেছে। সব থেকে বড় কথা মানুষ ভোট দিতে পেরেছে। আপনাদেরকেই সেটাই সব সময় নিশ্চিত করতে হবে যে জনগণ তাদের সাংবিধানিক অধিকার, ভোটের অধিকার সেই অধিকারটা যেন তারা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে। তাহলে গণতন্ত্র আরও সুদৃঢ় হবে। আর গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা না থাকলে কোন দেশ অর্থনৈতিক অগ্রগতি লাভ করতে পারে না।

স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পর আজকে যদি আমরা সার্বিক পরিস্থিতি যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম, যে উন্নয়নটা করেছিলাম, যে উন্নয়টা হওয়ার কথা ছিল যেহেতু বার বার গণতন্ত্র ব্যাহত হয়েছে সেই কারণেই সেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নটা হয়নি। এবারে যখন আমরা এসেছি ক্ষমতায় আমাদের সেটাই চিন্তা যে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাও আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এবং অভীষ্ঠ লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে পারব ঠিক সে কারণেই আমরা ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে চাই।

আমরা স্থানীয় সরকারগুলো আরও শক্তিশালী করতে চাই এবং ক্ষমতাকে আমরা আপনাদের Delegate করে দিতে চাই।  আমার কেন্দ্র থেকে নীতি নির্ধারণ করা, বাজেট এলোকেশন করা, মনিটরিং করা সেটাই আমরা করতে চাই।

কিন্তু মূল দায়িত্ব আপনাদের অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায়ে আমরা দিয়ে দিতে চাই। আইন-শৃঙ্খলা বিষয়টাও আর একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। যদিও যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে এনেছি, যেমন জঙ্গী, সন্ত্রসবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছি। মাঝে মাঝে কিছু সামাজিক ব্যাধি একেক সময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সেটার বিরুদ্ধেও আমরা কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে ভাল একটা রেজাল্ট পেয়েছি।

ভবিষ্যতে আমরা দেখব আপনাদের যে কথাগুলো আপনারা বলেছেন, যে ম্যাজিস্ট্রেসির যে ক্ষমতায়ন বা দায়িত্ব ইতোমধ্যেই আমরা যেমন মোবাইল কোর্ট আইনটা পাশ করেছি। এ ক্ষেত্রে আমরা বিষয়টা বিবেচনা করে দেখব। কারণ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যেটা করা দরকার কাকে কতটুকু ক্ষমতা দিতে হবে, কী করতে হবে নিশ্চয় এ বিষয়টা আমাদের বিবেচনায় আছে এবং সেটাও আমরা দেখব।

আমি আর সময় নিতে চাই না। আপনাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং আমি আশা করি যে আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আপনারা যথাযথভাবে পালন করবেন। আমি আবারও অনুরোধ করব যে কথাটা সব সময় মনে রাখবেন যে, জনগণের সেবা করাটাই কিন্তু মূল দায়িত্ব এবং এই বাংলাদেশকে আমরা উন্নত করতে চাই।

কাজেই আপনাদের উপর যে দায়িত্ব রয়েছে এবং জনগণ আপনাদের উপরে বিশেষ করে জনগণের ট্যাক্সের পয়সা দিয়েই তো আমাদের চলতে হয়, কাজেই জনগণের সেবা করাটাই সকলের দায়িত্ব।

সেই দায়িত্বটুকু সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন, বাংলাদেশকে আমরা ইনশাআল্লাহ আগামীতে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ করব ক্ষুধামুক্ত, দাদ্রি্যমুক্ত সোনার বাংলা হিসেবে ইনশাআল্লাহ আমরা গড়ে তুলতে পারব। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১১-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

......